# ভারতীয় মনীষার চোখে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র

**রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে**
**পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে**

## নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

স্ট্যালিন এবং তাঁহার সমর্থকগণ রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অভিযান চালাইয়াছেন যাহাতে তাঁহারা অন্যান্য দেশকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। ....

আজ যদি ইউরোপে এমন কোনও একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন যাঁহার হাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য ন্যস্ত, তবে তিনি হইলেন মার্শাল স্ট্যালিন। সুতরাং, ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করে, না করে তাহার দিকে সর্বাধিক উদ্বেগ লইয়া গোটা বিশ্ব এবং সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তাকাইয়া থাকিবে।

আমরা সকলেই জানি যে, সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ড সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক সরকারের ধারণা প্রবর্তনের মধ্য দিয়া বিশ্বসভ্যতায় একটি উল্লেখযোগ্য অবদান জোগাইয়াছিল, ঠিক সেইভাবে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স 'স্বাধীনতা সাম্য বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের' আদর্শের মাধ্যমে পৃথিবীর সংস্কৃতিতে এক আশ্চর্য অবদানের স্বাক্ষর রাখিয়াছিল। ঊনবিংশ শতকে জার্মানি তাহার মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভাবে বিশ্বসভ্যতাকে দান করিয়াছিল। বিংশ শতকে রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারার সরকার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের মধ্য দিয়া পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

...সন্দেহ নাই যে, আমরা জাতীয়তাবাদী। কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদীও বটে। আমার কথা বলিতে পারি যে, আমি বিশ্বাস করি কোনও জাতি স্বাধীন না হইলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হইতে পারে না। বিশ্বের মুক্তি ভারতের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ একটিমাত্র জাতিও বন্ধনদশায় থাকিবে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতাবাদ বিকাশলাভ করিতে পারিবে না। শুধু যে দাস জাতিই দুঃখ ভোগ করে তাহা নয়, যে জাতি উহাকে দাসে পরিণত করিয়াছে সে অধিকতর দুঃখ ভোগ করে। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আমরা সকল জাতির স্বাধীনতা চাই। পৃথিবীতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উহাই একমাত্র পথ।

**সংগ্রাম চলবে যতদিন না সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়**

## ভগৎ সিং

অন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করার জন্যই বিপ্লব আমাদের চাই। উৎপাদন যারা করেন অর্থাৎ শ্রমিক মানব সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ শোষক শ্রেণি তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। একদিকে, সকলের মুখের অন্ন উৎপাদন করছে যে কৃষক সে সপরিবারে উপবাসে মরছে, যে তন্তুবায় কাপড় বুনে সারা পৃথিবীর বাজার পূর্ণ করে দিচ্ছে, তার নিজের ঘরে নিজের এবং শিশুর শরীরটুকু ঢাকা দেওয়ার উপযুক্ত বস্ত্রখণ্ড জোটে না। রাজমিস্ত্রি, কর্মকার এবং সূত্রধর অপরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করছে, কিন্তু তাদের নিজেদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে নোংরা বীভৎস বস্তির অন্ধকারে।

অন্যদিকে পুঁজিপতি, শোষক, সমাজে যারা ঘুণ পোকার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে, তারা নিজেদের লিপ্সা চরিতার্থ করতে কোটি কোটি টাকা জলের মতো খরচ করছে। এই ভয়ঙ্কর বৈষম্য এবং আত্মবিকাশের অধিকারের ক্ষেত্রে মিথ্যা সমানাধিকারের বাণী সমাজকে এক মাৎস্যন্যায়ের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি কখনওই চিরস্থায়ী হতে পারে না। বরং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, আজকের সমাজব্যবস্থা আত্মবিস্মৃত আনন্দে এক অগ্নিগর্ভ পর্বতের জ্বালামুখের উপর বসে আছে, এবং কোটি কোটি শোষিত মানুষের শিশু-সন্তানদের সঙ্গে শোষকবর্গের ঘরের অবোধ শিশুরাও এক বিপজ্জনক গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। যদি সময় থাকতে মানবসভ্যতার কাঠামোকে রক্ষা করা না যায়, তবে তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই জন্যই বিপ্লব অত্যাবশ্যক। যারা এই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেন তাঁদের কর্তব্য হল মানবসমাজকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করা। যতদিন না তা করা যাবে, যতদিন মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ, এক রাষ্ট্রের

দ্বারা অপর রাষ্ট্রের শোষণ— যাকে আমরা সাম্রাজ্যবাদ বলি, তা বজায় থাকবে, ততদিন এর থেকে উদ্ভূত যন্ত্রণা এবং অপমান থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা যাবে না; যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান এবং বিশ্বে সার্বভৌম শান্তির যুগের সূচনা করার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বিপ্লব আমরা চাই অন্তত এমন একটা সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেখানে এরকম প্রাণঘাতী বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না, এবং যেখানে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে বিশ্ব মানবসমাজকে পুঁজিবাদের শৃঙ্খল এবং যুদ্ধের সর্বনাশা সংকট থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। আমরা চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

## ভারতের মতো দেশে সমাজতন্ত্র ছাড়া আদর্শ আর কী হতে পারে

**প্রেমচন্দ**

সোভিয়েত রাশিয়ায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল আশাতীত হচ্ছে। এক ইংরেজ সাংবাদিক পাঁচ বছর আগের পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে লিখেছেন— রাশিয়ায় নতুন নতুন শহর নির্মাণের যেন বন্যা এসেছে। এমন কত গ্রাম আছে যেখানে আগে একশো বা দুশো লোক থাকত, সেখানকার জনসংখ্যা বেড়ে এখন পঞ্চাশ গুণের বেশি হয়ে গেছে। বস্তির জায়গায় উঠেছে বিশাল নগরী। ব্যবসায়িক উন্নতির এই গতি পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর। যেখানে মানুষের শাসন ব্যবস্থা মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয় সেখানে এই সাফল্যই অর্জিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ আজ পর্যন্ত স্থির করতে পারেনি সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদন কমানো হবে কি না! ওদিকে রাশিয়া একাগ্র চিত্তে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সেখানে বেকারত্ব নেই, বাণিজ্যে মন্দাও নেই।

বিংশ শতাব্দী সমাজতন্ত্রের শতাব্দী, যে পারবে আগে গিয়ে সাম্যবাদের রূপ গ্রহণ করবে। ভারতের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যার বড় অংশ গরিব, যেখানে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সব ধরনের শ্রমিক রয়েছে, সেখানে সমাজতন্ত্র ছাড়া তাদের আদর্শ আর কী হতে পারে!

## মানুষ সম্পর্কে উদাসীনতা সমাজতন্ত্র বরদাস্ত করে না

**ঋত্বিক ঘটক**

আমি শিল্পের ভাষা শিখেছি আইজেনস্টাইনের থেকে। আমি সম্পূর্ণভাবে আইজেনস্টাইনের বই পড়ে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে ছবিতে আসি। ১৯৫২ তে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে নিয়ো-রিয়েলিস্টিক ছবিগুলি দেখানো হয়েছিল সেগুলো আমাদের ডেফিনিটলি খুব মোহিত করেছিল।

আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি 'স্ট্রাইক'। এ দেশে কেউ দেখেছে কি না জানি না। তারপর এল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। বলব সেটা? 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'। তার উপরে ছবি আজ পর্যন্ত হয়নি। তাতে ওডেসা স্টেপস সিকোয়েন্স—তার উপরে ছবি কেউ কোনও দিন করতে পারবে না। আজও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ফর্ম বলে গণ্য হয়ে থাকে, এবং সেটা সত্যিই তাই। ওর উপরের স্তরের কাজ আজ পর্যন্ত কেউ কোথাও করতে পারেনি। পুদভকিনের 'মাদার' (গোর্কি) তার পাশেই এই দুই শিল্পীর ওই সৃষ্টিগুলি এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ড পৃথিবীর সব চিত্রনির্মাতাদের মুখে ভাষা দিয়েছে। এই দু'জন না থাকলে ছবি 'ছবিই' হত না।

তখন ছিল ঠিক বিপ্লব পরবর্তী যুগ। জিনিসপত্তর কিছু পাওয়া যেত না। মস্কোর পথে পথে বরফ উত্তরণ করে এঁদের স্টুডিয়োতে যেতে হত। কী যে কষ্টে এঁরা জিনিসপত্র সংগ্রহ করতেন, সে আমরা ভাবতেও পারি না। তবু তাঁরাই ছবির জগতের ভিত্তি স্থাপন করে গেলেন। ...

১৯২৫ সালে আইজেনস্টাইনের 'স্ট্রাইক' ছবি দিয়ে, পরে 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' দিয়ে সোভিয়েত বাস্তবতার সূত্রপাত। সোভিয়েত বাস্তবতার জাত হল বিপ্লবী। ছবিটাই শুধু ওঁদের মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়। মানুষ সম্পর্কে উদাসীনতা ওরা বরদাস্ত করে না। সেটা শুধু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। যদি তা শিল্পে হয়ে ওঠে, ভাল মানুষকে জাগাও। স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়তে শেখাও সর্বত্র। এটাই হল সোভিয়েত বাস্তবতার মোদ্দা ব্যাপার। ...গোর্কি এই বিষয়ে যা বলেছেন, তাই বোধহয় শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে যোগ, মানুষকে ভালবাসা, মানুষের মধ্যে অনন্তকে প্রত্যক্ষ করা— এই হচ্ছে শিল্পীর সারাজীবনের কাম্য এবং সাধনা।

**সমাজতন্ত্রের ছোঁয়ায় শিক্ষায়-স্বাধীনতায়-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে-সমৃদ্ধিতে-মনুষ্যত্বে পূর্ণ হয়ে উঠল দেশ**

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

লেনিন, তারপরে স্ট্যালিন। অব্যাহত চলতে লাগল পঞ্চবার্ষিকী অগ্রাভিযান। শিক্ষায়, স্বাধীনতায়, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সমৃদ্ধিতে আর মনুষ্যত্বে পূর্ণ হয়ে উঠল দেশ। এ কেমন করে হয় যে দেশে একটিও বেকার থাকবে না? এ কী করে সম্ভব যে গণিকাবৃত্তি আর ভিক্ষাবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায় সুদূর ইতিহাসের বিষয়বস্তু? অজন্মা আর দুর্ভিক্ষ মুখ ঢেকে পালিয়ে যায় কোন পথ দিয়ে? অতি জনাকীর্ণ পৃথিবীতে যখন জন্মনিয়ন্ত্রণের বাণী শোনাচ্ছেন মনীষীরা— তখন কে বলতে পারে আরও মানুষ চাই— আরও কর্মী চাই? প্রতিটি মানুষ কেমন করে হয়ে দাঁড়ায় দেশ আর জাতির অপরিহার্য প্রয়োজন? কোন আশ্বাসে প্রত্যেকটি নরনারী ভাবতে পারে— দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি তারই, প্রতিটি ফসলের কণায় তার অধিকার? কী করে লুপ্ত হয় ধর্ম আর সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরন্তন হিংস্র বিদ্বেষ, ইসলাম আর ক্রিশ্চিয়ানিটির শতাব্দী-সঞ্চিত বিরোধ?

কিন্তু এ সব কিছু সত্য করে তুলেছেন স্ট্যালিন। লেনিন যার ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, স্ট্যালিন তার উপরে গড়ে দিয়েছেন প্রগতি আর স্বাধীনতার অজেয় দুর্গ।

# অজেয় লিপি

**বার্টোল্ট ব্রেখট**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
সান কার্লোর ইতালীয় জেলখানার একটি কুঠুরিতে
আটক সৈনিক, মাতাল আর চোরদের সঙ্গে
ছিল এক সমাজতন্ত্রী সৈনিক।
রঙিন পেন্সিল দিয়ে ঘরের দেওয়ালে সে লিখে বসল হঠাৎ ঃ
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
ছোট্ট কুঠুরির আলো-আঁধারিতে দেখা যায় কী যায় না
বড় বড় কয়েকটা হরফ।
কারারক্ষকের দল যখন দেখল লেখাটা
ওরা পাঠিয়ে দিল এক বালতি চুনসহ একজন চিত্রীকে,
ছোট্ট বালতি তুলি দিয়ে সে চুনকাম করে দিল
ভয়ংকর ওই লিপির ওপর
কিন্তু শুধু হরফগুলোর ওপর চুনকাম করায়
কুঠুরির দেয়ালে চুনের অক্ষর ফুটে উঠল এখন ঃ
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
অতএব এল দ্বিতীয় চিত্রী, চওড়া তুলিতে সারা দেওয়ালটাই
চুনকাম করে দিল সে
ফলে কয়েক ঘন্টা চাপা রইল লেখাটা, ফের সকালবেলায়
চুন শুকোতে লিপিটা ফুটে উঠল জ্বলজ্বল করে ঃ
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
কারারক্ষকরা এবার পাঠাল ছুরি-হাতে এক রাজমিস্ত্রিকে
দেওয়াললিপির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায়।
ঘন্টাখানেক ধরে একটি একটি করে অক্ষর
চেঁছে তুলল মিস্ত্রি।
কাজ শেষ হল যখন, দেখা গেল কুঠুরির দেওয়ালে বর্ণহীন,
তবু গভীরভাবে খোদাই করা রয়েছে সেই অজেয় লিপি ঃ
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
সৈনিকের মন্তব্য ঃ এবার দেওয়ালটাকেই উড়িয়ে দাও।

অনুবাদ ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়